সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মুজিবনগরের শ্যামলের মাথা উদ্ধার

রাজবাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়া মুজিবনগরের একই পরিবারের তিনজনের মধ্যে শ্যামল মন্ডলের মাথা উদ্ধার করেছে রাজবাড়ি পুলিশ। গত রবিবার সকালে দুর্ঘটনার পর শ্যামল মন্ডলের দেহ উদ্ধার করা গেলেও মাথা নিখোঁজ ছিল। সোমবার সকাল ৯টার দিকে দুর্ঘটনাকবলীত ট্রাকের নিচে থেকে তার মাথাটি উদ্ধার করা হয়।

পরে মুজিবনগরের বল্লবপুর থেকে নিহত শ্যামল মন্ডলের পরিবারের লোকজন গিয়ে তার মাথাটি নিয়ে আসে। বিকালে খিষ্ট্র ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মাথাটি বল্লভপুর কবর স্থানে দাফন করা হয়।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের শংকর বিশ্বাস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গতকালের দুর্ঘটনার সময় শ্যামল মন্ডলের মাথা বিচ্ছিন্ন থাকায় খুজে পেয়েছিলাম না। আমরা মাথাবিহীন দেহ নিয়ে এসে স্থানীয় কবর স্থানে দাফন করি। সোমবার মাথাটি উদ্ধারের পর সেটি আবার একই কবর স্থানে দাফন করা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত বিপুল বিশ্বাস ও তার শাশুড়ী ডেজিনা নিজ বাড়ি বল্লভপুর ফিরেছে এবং কার চালক রাজন বর্তমানে ঢাকার এনাম মেডিকেলের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছে।

এদিকে একই পরিবারের তিনজনকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরিবারের অন্য সদস্যরা। এছাড়াও গ্রামজুড়ে চলছে শোকের মাতম। এতবড় দুর্ঘটনা যেন কেউ মেনে নিতে পারছে না। দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরা বিপুল বিশ্বাস পরিবার হারানোর শোকে বার বার মুর্ছে পড়ছেন। উল্লেখ্য, গত রবিবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে রাজবাড়ি সদর উপজেলার খানখানাপুর ছোটব্রিজ এলাকায় ট্রাক ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে ৪ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়। নিহতরা হলেন মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের একই পরিবারের বাগোয়ান ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাসের ছোট ভায় বিপুল বিশ্বাসের স্ত্রী সূব্রতা(৩০), ছেলে নিশান(৬) শ্যালক শ্যামল মন্ডল(২৬) এবং ট্রাকের হেলপার। আহতরা হলেন, বিপুল বিশ্বাস ও তার শাশুড়ি ডেজিনা এবং কার চালক রাজন।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর চাল বিক্রি করে নগদায়ন করা অনিয়ম হয়নি — তদন্ত কমিটি

গাংনী খাদ্য গুদাম থেকে সরবরাহকৃত চাল চুয়াডাঙ্গার দুটি গোডাউন থেকে জব্দ করা হয়। জব্দকৃত চাল সঠিক প্রক্রিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং তার বিক্রি করে নগদায়ন করায় কোন অনিয়ম হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন তদন্ত কমিটি।
সোমবার দুপুরে এ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটির সদস্যরা দুই জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন গঠিত তদন্ত প্রতিবেদনে দুটি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে প্রথমটি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প সভাপতিগনের প্রকল্প কমিটির সদস্যদের এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অবগত করার বিষয়ে সচেতনতার অভাব ছিলো। একানে জনমনে সন্দেহ বা উদ্রেক হয়েছিলো। এছাড়া বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত চালে ৬০ ভাগ বিক্রয় করে নগদায়ন করার সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়টি, প্রকল্প সমুহ যেন সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হয় এবং কোন অনিয়ম যেন না হয় এজন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে বলে সুপারিশ করা হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানিয়েছেন, ৩৭ টন (১২শ’৬৬ বস্তা) চাল বিক্রয়ে কোন অনিয়ন পাওয়া যায়নী। চাল মালিকদের কাছে চাল বুঝিয়ে দেয়া হবে।
উল্লেখ্য: সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সাতগাড়ীর গোডাউন দুটিকে ৩৭ টন (১২শ’৬৬ বস্তা) চালসহ সিলগালা করে উপজেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসন পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিতে ৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়।

গাংনীতে শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে ২য় শ্রেনীর এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। গতকাল রাতে নির্যাতিতা শিশু কন্যার মা চম্পা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। গাংনী থানায় মামলা নং ১৪। আজ সোমবার সকালে শিশুটির ডাক্তারি পরিক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্তকারি এসআই সুমন।

মামলার আসামী আক্কাস আলী (৬৫)কে আটক করেছে পুলিশ।
রবিবার বিকাল ৩ টায় উপজেলার বামুন্দীর নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছিল মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, আক্কাস আলী তার প্রতিবেশি হওয়ার কারনে শিশু কন্যার বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের যাতায়াত ছিল। ঘটনার দিন মেয়েকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে আক্কাস আলী তার নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে যৌন নির্যাতন করে। ঘটনাটি ধামচাপা দিতে মেয়েকে হুমকিও দেয় আক্কাস আলী। পরিবারের কাউকে যৌন নির্যাতনের কারনে মেয়ের শারীরিক অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়লে তখন তার মাকে নির্যাতনের বিষয়টি খুলে বলে । এরপর অভিযুক্তের বিচারের দাবিতে থানায় মামলা করতে আসে শিশুটির পরিবার। শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে মামলা করায় আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদাহ জেলার মৃত তোরাপ আলীর ছেলে আক্কাস আলী (৬৫) হার্টিকালচারের সাবেক কর্মচারী। হার্টিকালচারে চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে নিজ জেলায় না গিয়ে বামুন্দি হাসপাতাল পাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছেন। আক্কান আলীর পরিবার জানায়, আমরা অন্য জেলায় থেকে বামুন্দিতে বসবাস করা কালে সামাজিক ভাবে ভাল পজিশনে রয়েছি। স্থানীয় প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের জমিজমা নিয়ে দির্ঘদিনের বিরোধ। তারই সুত্র ধরে আক্কাস আলীকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবী আক্কাস আলীর ছেলেসহ পরিবারের।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান,বিষয়টি জানতে পেরে তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে ঘটনা স্থলে গিছেলাম। একটি শিশু কন্যাকে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরে মাস্ক ব্যাবহার না করায় ভ্রাম্যমাণ আদলতে জরিমানা

মুজিবনগরে মাস্ক ব্যাবহার ও স্বাস্থবিধি না মানায় ১২ জনের কাছ থেকে ৩১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার দুপুরে কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।
এদিকে, অবৈধ যান মাটিবাহী ট্রাক্টর করে মাটি নিয়ে আসার সময় কেদারগন্জ-মুজিবনগর সড়কের রাস্তার উপর মাটি ফেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যেমে গাড়ির ড্রাইভার গৌরীনগর গ্রামেন রেজাউল হোসেনের ছেলে সানোয়ার হেসেনের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং রাস্তায় পরে থাকা সকল মাটি সরিয়ে ফেলার জন্য বলা হয়।

তথ্য গোপন করে চাকরি করছেন সিদ্দিকুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (ধর্ম)। তাঁর স্ত্রী আরিফা মোস্তারি সদর উপজেলার তেরঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক।
মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান এর বাড়ি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার দশানি গ্রামে এবং স্ত্রী আরিফা মোস্তরীর বাড়ি খুলনার মুন্সিপুরে।
দু’জনেই জেলা কোটার তথ্য গোপন করে সরকারি চাকরি নিয়েছেন। যা সরকারি চাকরি বিধি অনুযায়ী গুরুতর অপরাধ। এমন অপরাধের ক্ষেত্রে তথ্য গোপনকারীর চাকরি চলে যাওয়ার বিধান রয়েছে। একই ভাবে মেহেরপুর জেলা থেকেও দু’জন চাকরি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক (ধর্ম) হিসেবে যোগদান করেন মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। সিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রী আরিফা মোস্তারি সহকারি শিক্ষক (নব সৃষ্ট পদ) হিসেবে তেরঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন ২০০৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর। চাকরির উদ্দেশ্যে সিদ্দিকুর রহমান মেহেরপুর জেলার নাগরিক হয়েছেন সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মৃত জমির উদ্দিন মাস্টারের ছেলে বন্ধু হিসেবে তার নাগরিকত্ব নেওয়ার ব্যাপারে সহযোগীতা করেন। এছাড়া মেহেরপুরের কোন এলাকায় তার কোন আত্মীয় আছে বলে জানা যায়নি।
চাকরিতে দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের চাকুরির গেজেটে জন্ম তারিখ ০২-০১-১৯৭২ ইং, রোল খু/মে ৬৫৭৮(খু/মে অর্থ খুলনা-মেহেরপুর)। শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল দ্বিতীয় শ্রেণী, আলিম ১ম শ্রেণী, ফাজিল ১ম শ্রেণী, কামিল ২য় শ্রেণী।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ১৯৯৪ সালে চাকুরীতে যোগদানের পর ২০১৫ সালে যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড করেন। নিয়ম অনুযায়ী মাদ্রাসার সমমানের সার্টিফিকেট দিয়ে বিএড করা যায় না। তাকে অবশ্যই সাধারণ শিক্ষায় বিএ পাশ করার পর বিএড করতে হতো। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এ নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সিদ্দিকুর রহমান ১৯৯২ সালে ইসলাম শিক্ষায় এমএ পাশ করেন। একই সালে মাদ্রাসায় সমমানের সার্টিফিকেট অর্জন করেন। শিক্ষক হিসেবে চাকরী পেয়েছেন মাদ্রাসার সার্টিফিকেট দিয়ে। অথচ বিএড করেছে ইসলাম শিক্ষার (সাধারণ শিক্ষা) সার্টিফিকেট দিয়ে। দুই প্রতিষ্ঠানের দুই রকম সার্টিফিকেট একই সময়ে কিভাবে অর্জন করা সম্ভব হলো সেটি একটি বড় প্রশ্ন?
তবে তথ্য গোপন করে চাকরি নেওয়ার দায় স্বীকার করে মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ওই সময় ভুল হয়ে গেছে। সেই দায় থেকেই আর মেহেরপুর ছাড়তে পারিনি। যে কারণে মেহেরপুরে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছি। যাতে কিছুটা পাপ মোচন হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান বলেন, চাকুরী বিধি অনুযায়ী কেউ যদি তার তথ্য গোপন করেন, সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আরিফা মুস্তারি যদি এমন কাজ করে তাহলে সেটা অপরাধ হবে। আমি উনার কাগজ পত্র যাচাই বাছাই করে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষকে জানাবো। মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু বলেন, পৌর এলাকার নাগরিক হতে হলে তার অবশ্যই জমিজমা বা নিজ নামে বাড়ি থাকতে হবে এবং বসবাস করতে হবে। এর বাইরে কেউ পৌর নাগরিক হতে পারবে না। সরকারি বিভিন্ন পদে চাকরির প্রশ্নে জেলা কোটা দেওয়া হয়।

সেক্ষেত্রে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা মানা না হলে জেলা কোটা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হবে।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) এস এম মুরাদ আলী বলেন, ভেরিফিকেশনের সময় কাগজ পত্র দেখেই করা হয়। নাগরিক সনদ পত্র প্রসঙ্গে বলেন, এক জেলার মানুষ অন্য জেলাতে গিয়ে স্থায়ী বসবাস এবং জমি বা বাড়ি নিজ নামে না থাকলে পৌর সভা বা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নাগরিক সনদ পাওয়ার কথা না। যদি কেউ তথ্য গোপন করে চাকরি পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা প্রমান হলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো: আতাউল গনি বলেন, এই ধরনের তথ্য গোপন করে চাকরি নিলে তার চাকরি থাকার কথা নয়। সংস্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এলে চাকরিবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তথ্য গোপন একটি মারাত্মক অপরাধ, এতে তার চাকরী চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় বেশি।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক নিভা রানী পাঠক মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যে কোন সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত যে কোন তথ্য/সনদ পত্র মিথ্যা/ভুয়া/ক্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হলে তাহার বা তাহাদের সংশ্লিষ্ট নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হবে এবং প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা চাকরির অন্যতম শর্ত।

এসএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শান্তার লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব নিয়েছে মেসডা

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়ে গৌরবের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া শারীরিক বাধা প্রাপ্ত শান্তা খাতুনের লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব নিল মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (মেসডা)
গতকাল রবিবার সকালে গাংনী মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে মেসডার সদস্যরা শান্তা খাতুনের লেখাপড়ার খরচ এর সম্মতি প্রকাশ করে এবং ফুল ও ক্যালেন্ডার দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়

করে। শান্তা খাতুনের পিতা সোনা মিয়া ১৫বছর আগে মারা যাবার পর ভাইয়ের বাসা থেকে লেখাপড়া করে। এবার ২০২০ সাালে এসএসসিতে জিপিও ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আগামী দুই বছরের পড়াশোনার খরচ মেহেরপুরপুর স্টুডেন্টট ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন মেসডা খরচ বহন করবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, এম এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান,মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজের প্রভাষক মিজানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ছারছেদ আহমেদ ঝন্টু, রাবেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেসডার সাবেক সভাপতি আব্দুর রহমান, ঢাকা কলেজের মেজদার সাবেক সভাপতি সাহাবুল ইসলাম শুভ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের নাহিদ, জবির সাবেক সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, তিতুমীর কলেজের মিস্টার সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান শুভ, ঢাবি’র সাধারণ সম্পাদক শফিউল ইসলাম সুজন মেসডার সদস্যরা।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী থেকে আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদকে (৩০) গ্রেফতার করেছে সিআইডি পুলিশের একটি দল। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের ভোলাডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আব্দুস সামাদ আজাদ ধানখোলা ইউপির কসবা মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে এবং ভোলাডাঙ্গা হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক।

সিআইডির ওসি হাসান ইমাম জানান, আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য আব্দুস সামাদের নামে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় একটি মানব পাচার আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ২ তাং ০৫.০৬.২০২০ ইং।
সে তার শশুরবাড়ি ভোলাডাঙ্গায় গ্রামে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরো জানান,সম্প্রতি ২৬ জন বাংলাদেশিসহ ৩০ জনকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা এবং ১১ জন বাংলাদেশিকে জখম করেন লিবিয়ায় অবস্থান করা মানব পাচারকারী চক্র। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুস সামাদ উক্ত চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেন। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে লিবিয়ায় বিভিন্ন উপায়ে মানব পাচার করেন তিনি। স্থানীয়রা জানান, আব্দুস সামাদ আজাদ এক সময় লিবিয়ায় ছিলো। এরপর থেকে লিবিয়ায় মানবপাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

মেপ্র/এনএফআর

মেহেরপুর আমঝুপিতে নারী দলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে নারী দলের সদস্যদের নিয়ে করোনা কালীন বসতবাড়ির পতিত জমিতে সবজী ও ফলমূলের চাষসহ যৌথ উদ্যোগ নিতে আলোচনা সভা করেছে মউক।
গতকাল রবিবার সকালে মউকের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রাম অফিসার মুরাদ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস আমাদের সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়িয়েছে তথাপিও আমাদের জীবনযাত্রা থেমে থাকলে হবেনা, সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, নিজের বসবাসের পতিত জায়গায় শাকসবজী চাষ বাড়াতে হবে, মউক এর পক্ষ থেকে বীজ ও সার প্রদান করা হয়।
উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে বক্তব্য ও পরামর্শ তুলে ধরেন সুমতি রানী, সুর্মিলা রানী, সাহেদা খাতুন ও শুলেখা খাতুন প্রমুখ। তাদের দলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোঃ শাহিনুর হোসেন বিপ্লব।

গাংনীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় দু’জনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা

মেহেরপুরের গাংনীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে দুজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। পুলিশ তাদেরকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রেরণ করেছে।

পুলিশ জানায় গাংনী উপজেলার করমদি বহাল পাড়া গ্রামের মিশকাত আলীর ছেলে কারিবুল ইসলাম (৩০) দীর্ঘদিন যাবৎ পীরতলা গ্রামের স্বামী পরিত্যাক্তা এক মহিলার কাছে যাওয়া আসা করত। তাদের দু’জনার অবাধ মেলামেশা স্থানীয়দের চোখে সন্দেহ হলে তাদের দুজনকে এই অবাধ মেলামেশা করতে নিষেধ করে।

স্থানীয়দের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা রবিবার সকালে কারিবুল পীরতলা গ্রামে ওই মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় গ্রামবাসীরা কারিবুল ও ওই মহিলাকে স্থানীয় পীরতলা পুলিশ ক্যাম্পে সোপর্দ করে।

পীরতলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ তাদের দুজনকে গাংনী থানাতে নিয়ে আসলে গাংনী থানায় তাদের দুজনের নামে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান যেহেতু তারা সামাজিক বিধি লংঘন করেছে এবং এলাকার মানুষ পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে সেহেতু তাদেরকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরাধে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেলাই মেশিনে স্বাবলম্বী সেলিনা

সেলাই মেশিনে দারিদ্র্যতাকে জয় করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামের সেলিনা খাতুন। একইসঙ্গে ভূমিকা রাখছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিয়ে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে। নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অসহায় নারীদের দিচ্ছেন বিনা মূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ। সেলিনার এই ইতিবাচক রুপান্তরে প্রধান ভূমিকা রেখেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ, যে প্রশিক্ষণ থেকে তিনি পেয়েছেন আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হবার সুযোগ।

কাজ না পাওয়া প্রবাসী স্বামী ও এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করলেও বর্তমানে এলাকাবাসীর কাছে এক মহীয়সী নারীর নাম সেলিনা। দারিদ্র্যকে জয় করে ইতিমধ্যে সমাজের নারী জাগরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেলিনা খাতুন।
সেলিনা খাতুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেধীন কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের তাহাজ উদ্দিন ও রেহেনা খাতুনের ৫ সন্তানের ২ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কন্যা।

বাবা কৃষি কাজ আর মা গৃহিনীর কাজ করতেন। লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে মাধ্যমিকে পদার্পন করেন।মাধ্যমিকে ৭ম শ্রেণীতে পড়াবস্থায় তার পরিবারের পক্ষ হতে বিয়ে দিয়ে দেয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড হিজলবাড়িয়া গ্রামের আজিজুল ও রাহেলা খাতুনের দ্বিতীয় ছেলে সাইদুল ইসলামের সাথে ২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিয়ে হয়। বিয়ের ৩ বছর পর ২০০৮ সালে কোল জুড়ে আসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান। সংসারে এমনিতেই অভাব তারউপর আবার বাড়তি সদস্য কোনরকম টেনেটুনে সংসার চলত তাদের। সেলিনা খাতুন স্বামীর ও বাবার সাথে যুক্তিপরামর্শ করে ২০১৪ সালে স্বামীকে বিদেশ পাঠান ধারদেনা করে। একদিকে ঋনের বোঝা অন্যদিকে বিদেশে স্বামীর কাজ না পাওয়া অপরদিকে শ্বশুর থেকে আলাদা সব মিলিয়ে ছোট মেয়েকে নিয়ে মহাসংকটময় দিনযাপন করতো সেলিনা।

এমতাবস্থায় ২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় স্থানীয় জিজিএসের আয়োজনে দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক ২ মাস “সেলাই” প্রশিক্ষণ নেন।সেলাইয়ের কাজ করে মাসে প্রায় ৩ হতে ৪ হাজার টাকা আয় হয়। যা দিয়ে মোটামুটি সংসারের খরচ চলতো। এরপর পাশাপাশি সবজি চাষ শুরু করেন বাড়ির আঙিনায়। কয়েক বছরেই হয়ে ওঠেন স্বাবলম্বী। তার দেখাদেখি গ্রামের আরও অসহায় নারীরা সেলিনার কাছে আশে। তাদেরও বিনা মূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলেন। বর্তমানে সেলিনা প্রতি মাসে ৮-১০ হাজার টাকা উপার্জন করেন। সেই সাথে প্রবাসী স্বামীর উপার্জন শুরু হওয়াতে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে সেলিনার পরিবার।

তিনি নিজের হাতে ৩ টি জিজিএস গঠন করেছেন এবং ৩ টির সাথেই যুক্ত আছেন। একটির সভাপতি এবং অন্য ২ টির সাধারণ সদস্য হিসেবে আছেন।সেলিনা বর্তমানে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। এছাড়াও বিবাহ ও জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, প্রসূতি মা ও শিশুর টিকা, মা ও শিশুর পুষ্টি, গর্ভবতী নারী ও নবজাতক শিশুর ওজন পরীক্ষা,ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, বৃক্ষরোপন,আত্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি,স্থানীয় সংগঠন তৈরি -সহ বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে নিয়মিত সভা ও উঠান বৈঠক করেন।

এ বিষয়ে সেলিনা খাতুন বলেন, এই কাজের সাথে যুক্ত হবার আগে আমার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা ছিলনা কি কি সেবা আছে তাও জানতাম না। এসব কিছু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ করেছি এই জিজিএসের সাথে যুক্ত হয়ে।তাছাড়া স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হই। পরিবারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, আমিও পরিবারের অর্থ যোগানের এক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারি। সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে পারি। এখন আর কেউ বাঁধা দেয় না, সবাই উৎসাহ দেয়। মেয়েকে গাংনী সন্ধানী স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তি করেছি। মেয়ে সাদিয়া এখন ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আমার বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে। আমি বুঝেছি বাল্যবিয়ে হলে একজন নারীর কত ক্ষতি হয়।

আর তাই আমার মেয়ে সাদিয়াকে সর্বোচ্চ লেখাপড়া এবং নিজ পায়ে না দাড়ানো পর্যন্ত বিয়ে দেবনা এটা আমার প্রতিজ্ঞা। শুধু তাই নয়, আমি সমাজকে বুঝিয়ে দিতে চায় নারীরাও পারে সংসারের হাল, সমাজের হাল, রাষ্ট্রের হাল ধরতে।তিনি বলেন, “শোন হে নারী তুমি দিতে

পারো পুরুষের ন্যায় সবপথে পাড়ি, তোমাকে সৃষ্টা করেনি সৃষ্টি হতে পুরুষের দাসী।”